পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের ভুল প্রশ্নে পূর্ণ নম্বর দেওয়া হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
১৪ জুলাই ২০২৬, ০৪:৩৭ পিএম

শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। ফাইল ছবি

এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্ন ভুল হয়েছিল এবং এ দুই প্রশ্নের জন্য পূর্ণ নম্বর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এ তথ্য জানান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্ন ভুল হয়েছিল। আমরা দায়িত্ব পেয়েছি মাত্র চার মাস। আগের কোয়েশ্চেন মডারেটরই প্রশ্ন প্রণয়ন করেছিল।’

স্পিকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘আপনি জানেন যে প্রশ্ন মডারেট করতে হলে এই প্রক্রিয়া দুই বছর আগে থেকে শুরু করতে হয়। আমরা এসে কোনো প্রশ্ন তৈরি করিনি। বিগত সরকারের যে মডারেটর ছিল তারাই এই প্রশ্ন করেছে। তবুও, আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা দিয়েছি যে ফিজিক্সের (পদার্থবিজ্ঞান) ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নে আমরা ফুল ক্রেডিট (পূর্ণ নম্বর) দিয়ে দেব।’

প্রসঙ্গত, টানা বৃষ্টিপাত, জলাবদ্ধতা ও বন্যা পরিস্থিতির মধ্যেও এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত এবং শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগের দাবিতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেছেন পরীক্ষার্থীরা।

আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর উত্তরা, সায়েন্সল্যাব মোড়ে ‘২০২৬ ব্যাচ এইচএসসি পরীক্ষার্থী’ ব্যানারে জড়ো হয়ে তিন দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেন পরীক্ষার্থীরা। পাশাপাশি রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর, কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় তারা বিক্ষোভ

করেন।

আন্দোলনকারীদের দাবিগুলো হলো দুর্যোগ পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত রাখা, বৈরী আবহাওয়ার কারণে ১৩ জুলাই পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারা শিক্ষার্থীদের জন্য পুনঃপরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের পদত্যাগ।

বিক্ষোভ শেষে একদল শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের দিকে রওয়ানা হলে পথে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন। এ সময় তারা ‘দফা এক, দাবি এক মিলনের পদত্যাগ’ স্লোগান দেন। পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন স্লোগানও দিতে দেখা যায়।

আন্দোলনে ঢাকা কলেজ, সিটি কলেজ, আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা কমার্স কলেজ, তেজগাঁও কলেজসহ ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীরা অংশ নেন।